بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭শে মে, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার বলেন, আজ ২৭শে মে, আহমদীরা জানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এ দিনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফতের সূচনা হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতে এই দিবসটি খিলাফত দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় বা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কুদরতে সানীয়া (বা খিলাফত) সম্পর্কে প্রদত্ত শুভ সংবাদের জন্য আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে টুকরো টুকরো হওয়া বা দলাদলির হাত থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদেরকে এক মালায় গেঁথে দিয়েছেন। এদিক থেকে আমরা এই অঙ্গীকারও করি যে, আমরা আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়ীত্বের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব, ইনশাআল্লাহ্। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রজন্ম পরম্পরায় আমরা অবিচলতার সাথে ত্যাগ স্বীকার করেছি। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও জামাতের প্রতিটি সদস্যকে যারা এখন জামাতের অংশ বা ভবিষ্যতে জামাতভুক্ত হবে, সবসময় এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলার তৌফিক বা সামর্থ্য দান করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য যা উল্লেখ করেছেন তাহলো, **বান্দাকে খোদার নিকটতর করা এবং খোদার সকল অধিকার প্রদান এবং বান্দাদের পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করা**। আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়গুলোকেই আমাদের জীবনের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধারণ ও অবলম্বনের নসীহত করেছেন। যেমন, তিনি (আ.) আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকার এক জায়গায় বলেন,

"আমি খোদার ইচ্ছানুসারে তোমাদের জানাচ্ছি, যদি তোমরা সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে খোদার সামনে বিনত হও বা ঝুঁক তাহলে দেখবে, তোমরা খোদার এক মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে। খোদার মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দাও। তাঁর একত্ববাদের অঙ্গীকার কেবল মৌখিকভাবেই নয় বরং কার্যতও কর, যেন খোদাও কার্যতঃ স্বীয় অনুগ্রহ আর স্নেহ তোমাদের ওপর প্রকাশ করতে পারেন।" তিনি (আ.) আরো বলেন, **"বিদ্বেষ পরিহার করো। মানব জাতির প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি প্রদর্শন কর, পুণ্যের সকল পথ অনুসরণ কর, জানা নেই কোন পথে তোমরা গৃহীত হবে।"**

অতএব আমরা যদি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে উন্নতি করি এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকি তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার সেসব প্রতিশ্রুতিও আমরা পূর্ণ হতে দেখবো। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এই বিষয়েও তিনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন,

“এ কথা মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা’লা তোমাদের ব্যর্থ করবেন, তোমরা খোদার স্বহস্তে রোপিত এক বীজ যা ভূমিতে বপিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা’লা বলেন, এই বীজ অঙ্কুরিত হবে, বড় হবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হবে, সর্বত্র এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং তা এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে।”

অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এই জামাত অবশ্যই উন্নতি করবে। এটি খোদার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কি করছি। পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। খোদা তা’লা এই দায়িত্ব আমাদের ওপরই ন্যাস্ত করেছেন, অর্থাৎ তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, আমাদের স্বয়ং খোদার নিকটতর হওয়া আর পৃথিবীকেও তাদের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় খোদার নিকটতর করা। একই সাথে মানবিক উন্নত নৈতিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন ও প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করা।

সম্প্রতি আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সফরে ছিলাম, সেখানে কিছু সাংবাদিক এবং অপরাপর শিক্ষিত শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবিরাও আমাকে প্রশ্ন করে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? আমি তাদেরকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, **আহমদীয়া খিলাফত এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্দেশ্য তা-ই যা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, আর তা হলো বান্দাকে খোদার নিকটতর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং মানব জাতির প্রাপ্য তাদেরকে প্রদান করা।** এর চেয়ে বেশি আমাদের আর কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নেই, কেননা আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখছি, পৃথিবীর মানুষ খোদা তা’লাকে ভুলে যাচ্ছে। মানবসেবার নামে স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবসেবা করা হয়। এর ফলে ক্রমশঃ অস্থিরতা বাড়ছে। বিভিন্ন দেশ এবং জাতির মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এ যুগে দুনিয়ার কীটদের জন্য এ কথা অনুধাবন করা খুবই কঠিন যে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি না করে কেবল খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কীভাবে এ কাজ করা যেতে পারে? তাদের জন্য এ কথা ভীষণ দুর্বোধ্য। দুনিয়ার মানুষ বা জাগতিকতার পূজারীরা মনে করে যে, প্রেম এবং ভালোবাসার নামে তোমরা আহমদীরা মানুষের কাছে আসছো বা নিকটতর হচ্ছ বা মানুষকে কাছে টানার চেষ্টা করছ, পরে ক্ষমতা হস্তগত হলে তোমরা হয়ত রাজত্ব দখল বা করতলগত করবে। হয়তো এটিই তোমাদের উদ্দেশ্য যে কারণে তোমরা এই পন্থা অনুসরণ করছ।

স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয়াতের একজন অধ্যাপকও এ ধরণের একটি প্রশ্ন করেছে একবার। আমি তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই পঙক্তির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছি,

রাজত্বের সাথে আমার কিইবা সম্পর্ক, আমার রাজত্ব সবচেয়ে পৃথক।
মুকুটের সাথে আমার কী সম্পর্ক, আমার মুকুট হলো খোদা তা’লার সন্তুষ্টি।

আর এটিই খিলাফতে আহমদীয়া এবং জামাতে আহমদীয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এই সফরে আল্লাহ্ তা’লার অপার অনুগ্রহে প্রচার মাধ্যমে অনেক সাক্ষাতকার দেওয়া হয়েছে। অ-

মুসলমানদের সাথে মালমো মসজিদের উদ্বোধন ছাড়াও ডেনমার্কের স্টকহোম-এ দু'টো অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ইসলাম এবং কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা, রসূলে করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর উত্তম আদর্শের বা আচরিত জীবনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা হয়েছে। এদের অধিকাংশ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছে যে, আজকে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি, আর সবসময় এটিই হচ্ছে। পৃথিবীতে আজকাল বিভিন্ন স্থানে জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যেসব শান্তি সম্মেলন ও সিম্পোজিয়াম হয়, তাতে মানুষ এরূপ অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে থাকে। এর কারণ হলো আজকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে তথা পৃথিবীর সর্বত্র একইভাবে আর একই বিষয়ে পুরো প্রস্তুতির সাথে যে চেষ্টা চলছে এর কারণ হলো, জামাতে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট এবং খিলাফতের পথ-নির্দেশনা বা দিক-নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে, অধিকাংশ মানুষ এ কথা স্বীকার করেছে, আর যেমনটি আমি বলেছি, তারা জানিয়েছে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা আজকে জানতে পেরেছি। আজ জামাতে আহমদীয়ার খলীফার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থা শুধু অনুসারীদেরই পথের দিশা দেয় নি বা শুধু মান্যকারীদেরকেই পথের দিশা দেয় না বরং অন্যদেরও অর্থাৎ যারা অ-মুসলমান বা ইসলাম বিরোধী বা যারা ইসলাম সম্পর্কে ভীত, তাদের সামনেও প্রকৃত ইসলামের চিত্র তুলে ধরে।

অ-মুসলমানদের ওপর আমাদের অনুষ্ঠানে আসার সুবাদে কি প্রভাব পড়ে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরবো। ডেনমার্কে হোটেলে একটি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল যাতে সাংসদরাও যোগদান করেন। সেখানকার সংস্কৃতি ও ধর্মমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, মেয়র এবং বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, নেতা, জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবি এবং বিভিন্ন দুতাবাসের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা এই অনুষ্ঠান শুনেছেন এবং দেখেছেন, আর বিনা ব্যতিক্রমে সবাই মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। স্টেন হফম্যান নামে একজন ড্যানিশ অতিথি ছিলেন। তিনি বলেন, খলীফার বক্তৃতা শুনে আমি গভীর প্রশান্তি পেয়েছি এবং আনন্দিত, কেননা আজকের যুগে এমন বাণীর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় খলীফার কথা মানুষ সুন্দরভাবে নেবে এটিই আমার কাম্য, এটি আমার প্রার্থনা।

ডেনমার্কের একটি শহরের নাম হলো, নাক্সকো। সেখান থেকে বড় সংখ্যায় মানুষ এসেছে। সেখান থেকে শহরের মেয়র এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত শ্রেণী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আসেন। সেখানকার কাউন্সিলের একজন সদস্য বলেন, খলীফার বক্তৃতার গভীর প্রভাব পড়েছে। আমি এটি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভয়-ভীতি মুক্ত থেকে পৃথিবীতে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক সমুজ্জ্বল মিনার হিসেবে দন্ডায়মান আর এরা হলো, জামাতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

আরেকজন অতিথি বলেন, বক্তৃতার পর আমার টেবিলে উপবিষ্ট সবাই ইসলামকে যে সঠিকভাবে বুঝেছে সেই আলোচনাই করছিল। মানুষ বলছিল, ইসলামকে যে এত সুন্দরভাবে

উপস্থাপন করা হয়েছে এটি খুবই আনন্দের বিষয়। বিশেষ করে ড্যানিশ জাতি ইসলামের শুধু একটি দিকই জানে, তারা জানেই না যে, ইসলামের ভেতর এমন কতক ফির্কাও আছে যারা শান্তির সন্ধানে আছে। আমার মতে এটি ভালোভাবে তুলে ধরা দরকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের এই অধিবেশনে উপস্থিত সব অতিথি এক নতুন প্রত্যয় ও সংকল্প নিয়ে ফিরে যাবে।

ডেনমার্কেই প্রথমবার মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। আমি তাদেরকে একথাই বলেছিলাম যে, এরফলে ঘৃণা বিস্তার লাভ করবে, শান্তি বিঘ্নিত হবে, ধ্বংস এবং বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই হস্তগত হবে না। আর এ কথাকে তারা স্বীকারও করেছে, যদিও ব্যঙ্গচিত্র সম্পর্কে কথা বলা আমাদের জন্য খুবই স্পর্শকাতর বিষয়, এটি এমন একটি বিষয় বা এমন একটি ইস্যু যা আমাদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কিন্তু তুমি যেভাবে বুঝিয়েছ আমরা তা ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি।

একজন অতিথি বলেন, আজকের বক্তৃতার পর মুসলমানদের সম্পর্কে মানুষের মতামত অবশ্যই পরিবর্তন হবে। তিনি বলেন, আমি ইসলামকে উত্তমভাবে বোঝার জন্য একটি কুরআন শরীফও আনিয়েছি যাতে টীকা বা তফসীরও রয়েছে। আজকের এই বক্তৃতার পর আমি বুঝতে পেরেছি, আমার জ্ঞানের অনেক ঘাটতি ছিল আর আমি অনেক জানার চেষ্টা করব।

আমি যেমনটি বলেছি, নাক্সকো থেকে অনেক মানুষ এসেছে। বক্তৃতার পর তারা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন একজন অতিথি লিখেছেন, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, এই কনফারেন্স সারা জীবনের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে আমার স্মৃতিপটে অভিজ্ঞতা হিসেবে বিরাজ করবে। কোপেনহেগেন থেকে নাক্সকো ফিরে আসা পর্যন্ত একটি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, পুরো সফরে এই কনফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা হয়। সবাই একমত ছিল যে, আমরা অত্যন্ত ভালো দিন অতিবাহিত করেছি আর অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি।

একজন সাংবাদিক স্বীয় ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, অনেক কিছু শিখেছি। খলীফার বক্তৃতা আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে, বিশেষ করে ইসলামের যে চিত্র প্রচার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তা বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত, আর আমি তার কোন কথায় সমালোচনার সুযোগ পাই না। তার সব কথা প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত ছিল। একথাগুলোই হলো শান্তির চাবিকাঠি। তিনি আমাদেরকে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, আমি সত্যিই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। পূর্বেও দু'একজন মানুষের মুখে শুনেছি যে, বিশ্বযুদ্ধ সন্নিকটে কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু আজকে আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে এখন সত্যিই এটি নিয়ে আমাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। খলীফা এটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, আমাকে এখন এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

আরেকজন ভদ্রমহিলা অতিথি তার ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করছেন, এ কথাগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু একদিক থেকে এটি দুঃশ্চিন্তার কারণও বটে কেননা তিনি ভবিষ্যতের এক ভীতিপ্রদ চিত্র অঙ্কন করেছেন, যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার সময় এখনও আছে নতুবা পরে আমাদের পস্তাতে করতে হবে।

আরেক ভদ্র মহিলা যিনি ড্যানিশ অতিথিনী, তিনি বলেন, আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে শুধু নেতিবাচক কথাই জানতাম, কিন্তু আজকে যা শুনেছি তা ভালো এবং ভালোবাসাপূর্ণ বাণী। আমি শিখেছি, 'আইসিস' ইসলাম নয়। ইসলামী শিক্ষা হলো, সব ধর্মের উপাসনালয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচিত।

আরেকজন ড্যানিশ অতিথি বলেন, আজ এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রচার মাধ্যমে ইসলামের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ভ্রান্ত। আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছি। আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি যিনি আমাকে জিহাদের অর্থ বুঝিয়েছেন। প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং পৃথিবীতে শান্তি-সংক্রান্ত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রেক্ষাপটে তাঁর কথাগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে।

আরেকজন ড্যানিশ অতিথি বলেন, খলীফা তার বক্তৃতায় কুরআনের উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন, এটি থেকে বোঝা যায়, তার কথাগুলো মনগড়া নয় বা স্বপ্রস্তাবিত নয় বরং বাস্তব ভিত্তিক। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যে মুসলমানদের জন্য ইন্টিগ্রেশন বা সমাজের অংশে পরিণত হওয়া সম্ভব। তার কথা থেকে এটিই প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি বলেন, ইসলাম পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়, শান্তি ও পরমত সহিষ্ণুতা এগুলো সমমূল্যবোধ। সত্য বলতে কি, ড্যানিশ মানুষ মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ সম্পর্কে খুবই ভীত কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আজকের পর এটি বুঝতে পেরেছি যে, সেখানে যা কিছু হচ্ছে তা মুহাম্মদ (সা.) বা তাঁর ধর্মের দোষ নয় বরং তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলে, তাঁর (অর্থাৎ খলীফার) বক্তৃতার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট ছিল, ইসলামী মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ এতে এমন ভাবে করা হয়েছে যা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। এগুলো এমন মূল্যবোধ যা আমাদের সবারই অবলম্বন করা উচিত। তিনি আরো বলেন, আমার ওপর এবং উপস্থিত সবার সামনে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম এক শান্তিপূর্ণ ধর্ম এবং কুরআনের আয়াতমূলে তা প্রমাণ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং তাঁর খলীফাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন। এটি আমার খুব ভালো লেগেছে আর জামাতে আহমদীয়ার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামকে বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

আরেকজন অতিথি তার মতামত এবং ভাবাবেগ এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি যেভাবে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এবং সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেছেন অধিকন্তু কুরআনের ভিত্তিমূলে সেসব সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন তা খুবই উন্নত মানের ছিল। অন্ততঃপক্ষে আজকের পূর্বে আমি আদৌ জানতাম না যে, কুরআন ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার সম্পর্কে এত স্পষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। পূর্বে শুধু তা-ই জানতাম যা প্রচার মাধ্যম প্রকাশ করে কিন্তু আজকে আমি চিত্রের ভিন্ন দিকও অনুধাবন করতে পেরেছি। খলীফা কুরআনের একটি আয়াতের আলোকে কথা বলেছেন যাতে উল্লেখ ছিল, যারা তোমার প্রতি ন্যায়বিচার করে না তাদের সাথেও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত।

তিনি আরো বলেন, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সাথে ভালোবাসাপূণ ব্যবহার করতো, একথা আমার ভাল লেগেছে আর আমার ওপর এ কথার সুগভীর প্রভাব পড়েছে।

এরপর হিউম্যানিস্ট সোসায়টির একজন ভদ্র মহিলা বলেন, শান্তিপূর্ণ বাণী বা বার্তা সম্পর্কে মানুষ খুব কমই জানে। প্রচার মাধ্যম শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই সামনে তুলে ধরে এবং ভালো কথা আদৌ প্রকাশ করে না। ডেনমার্কের গোটা প্রচার মাধ্যমের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। আমি আমার দেশের মানুষের এই মনোবৃত্তিতে সত্যিই নিরাশ হয়েছি।

এরপর একজন ড্যানিশ ভদ্রমহিলা বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না কিন্তু আজ আমি অনেক কিছু শিখেছি আর আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দিত যে, আপনাদের খলীফা আমার শিক্ষক। আমি বিশ্বাস করি, ইসলাম এক শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ ধর্ম। মানুষ তাঁর বার্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে, এটি আমার প্রত্যাশা। আমি এই বক্তৃতার ড্যানিশ অনুবাদের অপেক্ষায় থাকব যেন বক্তৃতার প্রতিটি শব্দকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি এবং মানুষকে অবহিত করতে পারি। খলীফার বাণী পুরো ডেনমার্কে প্রচার করা উচিত, তাঁর বার্তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং শিখতে হবে। আমার ধারণা ছিল সব মুসলমানই সহিংস কিন্তু এমন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এখন আমি সত্যিই লজ্জিত। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ভালো। কিন্তু প্রচার মাধ্যম আমাদের মন-মানসিকতাকে বিষিয়ে তুলেছে। তিনি আরো বলেন, আজ সকালে আমার স্বামী আমাকে এখানে আসতে বারণ করেন। তিনি ধারণা করছিলেন এখানে কোন হামলা হবে বা আত্মঘাতি কোন হামলা হবে কিন্তু আমি তাকে আসতে বাধ্য করেছি কেননা, আমার অনুসন্ধিৎসা ছিল, এখন আমার স্বামী এখানে আসতে পেরে আনন্দিত। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এসেছিলেন। সেই ভদ্র মহিলা বলেন, আমার স্বামী সত্যিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। আমি একথাই বলবো যে, যারা আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও এখানে আসেনি তারা বড়ই নির্বোধ।

এরপর একজন ড্যানিশ রাজনীতিবিদ যার নাম কেমলোফ হোম, তিনি বলেন, প্রথমবার কোন খলীফার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা অন্য যে কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাকে তিনি এ কথা জানিয়েছেন তাকে তিনি বলেন, আপনাদের ইমাম ইসলাম সম্পর্কে সেসব কথা বলেন যা আমার দেখা অন্যান্য আরব মুসলমানরা বলে না। আপনাদের খলীফা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ইসলাম সব ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পৃথিবীর মানুষের খলীফার কথা শোনার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁর কথা দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করা উচিত। আপনারা হয়তো একটি ছোট্ট বা ক্ষুদ্র জামাত কিন্তু আপনাদের বাণী অতীব মহান। তাঁর বক্তৃতা তথ্য সমৃদ্ধ ছিল, যেমন আমি মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (সা.) খ্রিষ্টানদেরকে তাঁর মসজিদে ইবাদতের অনুমতি দিয়েছেন। আর এটিও জানতে পেরেছি, তিনি সকল প্রকার এন্টি সেমিটিজমের বিরোধী ছিলেন।

আমেরিকান দুতাবাসের প্রতিনিধি বলেন, খলীফা ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। ব্রাসেলস্ এবং প্যারিসে হামলার পর ইসলামের ভয়ে মানুষ ভীত ছিল, কিন্তু খলীফা স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলামের সাথে এই সন্ত্রাসের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই, ইসলাম এক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং

শান্তিপ্রিয় ধর্ম। আমি দূত সাহেবকে সব কথা অবহিত করবো যার উল্লেখ খলীফা সাহেব করেছেন, আর সেসব স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কেও জানাবো যা খলীফা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বাক-স্বাধীনতা এবং মানুষের যে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেই বিষয়টিও তুলে ধরবো।

আরেকজন ড্যানিশ শিক্ষক বলেন, আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমি গিয়ে আমার ছাত্রদেরকে সেসব বিষয় অবহিত করবো যা আপনাদের খলীফাকে বলতে শুনেছি। অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে ভীত কিন্তু খলীফার কাছে আমি এটি শিখেছি যে, ইসলামকে নয় বরং উগ্রতা আর সহিংসতাকে ভয় করা উচিত। ইসলাম এবং সন্ত্রাস একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বলেন, আমার ধারণা ছিল যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে জানি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কিছুই জানতাম না। যেমন আমি এটিও জানতাম না যে, মহানবী (সা.) খৃষ্টান এবং ইহুদীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। আমি একথা শুনে সত্যিই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। কতক মুসলমান এবং অমুসলমান যাদের কর্ম হলো ভ্রান্ত, তিনি তাদের সবারই সমালোচনা করেন।

একজন অতিথি বলেন, আমি দেখেছি, তিনি অন্যান্য বক্তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তার কথাগুলো সত্যিই দৃষ্টি উন্মোচনকারী ছিল, এগুলো শুনে আমার কিছুটা ভয়ও হয় কিন্তু তার বক্তৃতাতেই এক ধরণের আশার বাণীও আমি পেয়েছি।

‘মালমো’তেও ১৪০ জনের অধিক সুইডিশ অতিথি মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সাংসদ, মালমো শহরের পুলিশ প্রধান, গীর্জার প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং জীবনের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একজন ইহুদী অতিথি বলেন, আজকের এই দিনটি সত্যিই তথ্যসমৃদ্ধ বা শিক্ষার দিক থেকে অনেক ভালো একটি দিন ছিল। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক ধারণা দেখা যায়, আমরা সব মুসলমানকেই উগ্রপন্থী মনে করি। তাই এক মুসলমান নেতার প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ বাণী শুনে আমি হতভম্ব। খলীফা বলেন, আপনাদের এক খোদার ইবাদত করা উচিত। একই সাথে তিনি মানবতার প্রতি ভালোবাসার বার্তাও দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, খলীফা আমাকে অনুভব করিয়েছেন যে, মুসলমানরা আমাদের ভাই আর এর ফলে আমার হৃদয়ে ফিলিস্তিনীদের জন্য দয়া-মায়া এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার মনে হলো, তাদের মাঝে সবাই দুস্কৃতকারী নয়। নিজের দোষ তো কেউ স্বীকার করে না কিন্তু অন্ততঃপক্ষে একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের দয়া প্রদর্শন করা উচিত।

এক ভদ্র মহিলা যিনি খ্রিষ্টান পাদ্রী এবং হাসপাতালে কাজ করেন, তিনি বলেন, আমার মনে হলো এটি সঠিক যে, মালমো-তে এবং ইউরোপে মানুষ মুসলমান এবং মসজিদ সম্পর্কে ভীত ও ত্রস্ত। শান্তির প্রেক্ষাপটে এবং মানুষের দায়িত্ব কী-কী সেই প্রেক্ষাপটে খলীফা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। একটি মসজিদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আমি আশা করি এই লক্ষ্য সম্পর্কে অন্যদের তিনি মানাতে সক্ষম হবেন। আমাকে তো তিনি মানাতে পেরেছেন। মসজিদের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর প্রতিটি শব্দ

ছিল অর্থপূর্ণ এবং সুগভীর। তিনি এই বার্তা দিয়েছেন যে, পরস্পরকে ভয় করা উচিত নয় বরং পরস্পরকে বোঝা উচিত আর মতবিনিময় করা উচিত। সত্যিকার অর্থে আপনাদের খলীফার বক্তৃতা আমাকে কাঁপিয়ে তুলেছে, আমি সত্যিই আবেগাপ্লুত। আজ একজন মুসলমান নেতাকে শুধু শান্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ইসলাম মানবতার ধর্ম। তাঁর বক্তৃতার সর্বোত্তম অংশ ছিল, তিনি বলেন, মানবতাকে তাদের স্রষ্টাকে চিনতে হবে, খোদার সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, আর আমার দৃষ্টিভঙ্গীও এটিই।

মালমো শহরের মেয়র এন্ডারসন সাহেব বলেন, খলীফা শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, বরং এই শহরে বা এই অঞ্চলে নির্মিত মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি তুলে ধরেছেন। সুতরাং আমরা এ মসজিদকে এই শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইন্টিগ্রেশন (অর্থাৎ, সামাজিক সংবদ্ধতার) কারণ মনে করি।

একজন সাংবাদিক বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, মসজিদের ব্যয়ভার জামাতের সদস্যরা নিজেরাই বহন করেছেন, আমার জন্য এটি অত্যাশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। এটি সামান্য কোন অংক নয় বরং ৩০ মিলিয়ন ক্রোনারের বিষয় এটি। তিনি আরো বলেন, আপনারা পুরো কাজ নিজেরাই করেছেন। এটি অনেক বড় সাফল্য, আমি সত্যিই অভিভূত। তিনি আরো বলেন, সন্ত্রাস, যুলুম এবং বর্বরতার ঘটনা আমার চোখে পড়ে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তিনি নিজের ঘটনা শোনান যে, কিছুদিন পূর্বে আমি এক সুপার মার্কেটে ছিলাম। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি মুসলমান, আমি তাকে বললাম, না, আমি মুসলমান নই, খ্রিষ্টান। সে আমাকে বলে, যদি খ্রিষ্টান হও তাহলে জাহান্নামে যাও। তিনি বলেন, এই হলো মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আপনাদের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন, আহমদীদের মাঝে আমরা এমনটি দেখি না।

মালমো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, খলীফার বক্তৃতা সুদূর প্রভাব বিস্তারী ছিল। শান্তি, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং সহনশীলতার অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আন্তর্জাতিক সার্বজনীন বার্তা তিনি দিয়েছেন। মালমোর আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয়াতের প্রফেসরও এসেছেন, তিনি বলেন, খলীফার বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয় এবং প্রভাব হৃদয়গ্রাহী ছিল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আমি দেখেছি, মানুষ বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে পরস্পর আলোচনা করছিল, আর সবাই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অনেকেই এই বক্তৃতার অনুলিপি তাদেরকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানায়। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, সুন্নীদের প্রথম মসজিদ যারা নির্মাণ করেছে তারাও এখানে উপস্থিত ছিল। ইহুদীরাও ছিল, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও উপস্থিত ছিল।

চার্চ অফ সেন্টোলোজী সুইডিস প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিভাগের প্রধানও এসেছিলেন, তিনি বলেন, খলীফা তাঁর বক্তৃতায় যা বলেছেন এর মধ্যে একটি বাক্য আমার খুব ভালো লেগেছে, তা হলো এক মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করা উচিত।

এক বন্ধুর নাম মাইকেল যার পিতা-মাতা পুলিশ, তিনি সুইডেনে থাকেন। তিনি বলেন, বক্তৃতা সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ ছিল, এতে শান্তি এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বার্তা ছিল। আফ্রিকার কথাও খলীফা উল্লেখ করেছেন। স্কুল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি যা আফ্রিকায়

সরবরাহ করা হচ্ছে তা-ও তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তায় আমি বিশ্বাস রাখি কিন্তু এখানকার অধিকাংশ মানুষের আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাস নেই। তাই আমি গর্বিত যে, এমন ব্যক্তি সুইডেনে এসেছেন যিনি আল্লাহ্‌ এবং এক স্রষ্টায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন। বক্তৃতা শোনার পর এখন আর আমি ইসলামকে ভয় করি না বরং কট্টরপন্থী আর উগ্রপন্থীদের ভয় করি। আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই দু'টো সম্পূর্ণভাবে পৃথক বিষয়।

আরেকজন অতিথি হোসাইন আব্দুল্লাহ্‌ সাহেবও ছিলেন যিনি যুগোশ্লাভিয়ার অধিবাসী। তিনি বলেন, খলীফার শব্দ আমার জন্য মর্মস্পর্শী ছিল। তাঁর প্রতিটি কথায় আমি একমত। তিনি এমনভাবে ইসলামের ওপর আপত্তির খন্ডন করেছেন যা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য করা সম্ভব নয়। পরমত সহিষ্ণুতা এবং অন্যদের সাহায্য করার প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামী শিক্ষা হলো, পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক। তিনি আরো বলেন, এখন আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে গর্ববোধ করি। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে, এর সংশোধন করা সহজ কাজ নয়, কিন্তু খলীফা একাজে সর্বাগ্রে রয়েছেন।

একজন সুইডিস অতিথি তার মতামত এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আজকের এই সন্ধ্যা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, ইসলাম কি তা আমি শিখেছি, খলীফা কয়েক মিনিটে বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছেন, এমনভাবে ইসলামের ইসলামের পক্ষে কথা বলেছেন, যা ইতোপূর্বে আমি কখনো শুনিনি। তিনি বলেন, খলীফা এটিও স্বীকার করেছেন যে, কোন কোন মুসলমান দুরাচারী কিন্তু খলীফা কুরআনের উদ্ধৃতিমূলে প্রমাণ করেছেন, এমন মানুষ কুরআন বিরোধী পথে অগ্রসর হচ্ছে।

একজন রাজনীতিবিদ বলেন, তিনি (খলীফা) বক্তৃতায় বলেছেন, একজন সত্যিকার মুসলমানকে দেখে আপনার অনুভব করা উচিত যে, আমি এখন নিরাপদ। আমি যখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম তখন সত্যিই আমি নিজেকে নিরাপদ বোধ করছিলাম।

একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী বলেন, আপনাদের খলীফার বক্তৃতার প্রতিটি শব্দের সাথে আমি একমত, বিশেষ করে তাঁর একথা আমার পছন্দ হয়েছে যে, আমাদের খোদাকে স্মরণ রাখা উচিত, এটিই ধর্মের ভিত্তি। এছাড়া প্রথম দিকে তিনি যখন কুরআন পাঠ করেছেন, তা সত্যিই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ এবং লোম শিউরে তোলার মত মনে হয়েছে।

একজন অতিথি বলেন, আজকে এমন মনে হয়েছে যে, আমি এক ভিন্ন জগতে রয়েছি, মূল আলোচনার বিষয় ছিল পরস্পরের প্রতি যত্নশীল হওয়া, বিশেষ করে তাদের বিষয়ে যারা দুর্বল এবং যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী। খলীফা কুরআনের আয়াতের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, আশা করি যারা উপস্থিত ছিল তারাও এটি থেকে লাভবান হয়েছে, উপকৃত হয়েছে বা উপকৃত হয়ে থাকবে।

একজন অতিথি বলেন, আজকের বক্তৃতায় খলীফা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, মানুষ বলে ইসলাম উগ্রপন্থী ধর্ম, কিন্তু আপনাদের খলীফার বাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পুনরায় একজন সুইডিস অতিথি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলাম সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম আমাদেরকে বলে, এটি একটি উগ্রপন্থী ধর্ম কিন্তু আমরা আজকে ভিন্ন কথা শুনেছি। খলীফা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, আমাদের এই ভীতি দূর করেছেন আর প্রমাণ করেছেন যে, মহানবী (সা.) ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ।

আরেকজন অতিথি বলেন, এখানে আসার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমি ভীত-ত্রস্ত ছিলাম, আজকে যা দেখেছি, শুনেছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, খলীফার বাণী ছিল দয়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী। তিনি এই শিক্ষা দেন যে, রঙ, ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে সবাইকে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা উচিত, এটি আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর একথা শুনেও আমার খুব ভালো লেগেছে যে, ইসলাম প্রতিবেশির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

এমন বহু মতামত রয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, এক কথায় সবাই বলেন, ইসলামের এই শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অবশ্যই উগ্রতা এবং সন্ত্রাসের বিরোধী। একজন সাংসদ বলেন, খলীফার সর্বত্র সকল পর্যায়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। মানুষের তাঁর কথা শোনা উচিত। যদি কারো হৃদয়ে ইসলামের কোন ভয় থাকে তাহলে আজকে তা দূর হয়ে গিয়ে থাকবে। একজন অতিথি বলেন, এই বক্তৃতা অষ্ট্রিয়ার লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা উচিত কেননা, এসব দেশে মানুষ ইসলামের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলামের ভয়ে উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তাদের এই বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন রয়েছে যেন তারা শিখতে পারে, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় বা শান্তিপূর্ণ ধর্ম। খলীফা খুব সুন্দরভাবে মসজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। আর এটিও বুঝিয়েছেন যে, মসজিদ অর্থ হলো শান্তি আর সালাতের অর্থও শান্তি এবং নিরাপত্তা। আপনাদের খলীফা অবহিত করেছেন, জামাতে আহমদীয়ার রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই, শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়েই জামাতে আহমদীয়ার কার্যক্রম ;আমার এটি ভালো লেগেছে । আর আমাকে একথা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যখন খলীফা বলেন, আহমদীরা মানবতার দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা দূরীভূত করতে চায়, তাদের সাহায্য করতে চায়। আরো মজার বিষয় হলো খলীফা বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে একটি মসজিদ অর্থাৎ মসজিদ যেরারকে ভূপাতিত করা হয়েছে। এথেকে প্রমাণিত হয়, মসজিদসমূহ শান্তির নীড় হয়ে থাকে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমেও একটি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানেও ৬জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন, অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন যারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সাথে যুক্ত। সেখানেও মানুষ ভালো মতামত এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। একজন অতিথি বলেন, আজকে আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি। খুবই প্রভাব বিস্তারকারী ছিল বক্তৃতা। আর এর চেয়েও বড় আশার বিষয় হলো, আমি কৃতজ্ঞ যে, খলীফা এখানে এসেছেন। খলীফার বাণী আমাদের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করেছে যে, কোন ঝগড়া-বিবাদ দেখে আমাদের চোখ বন্ধ করে রাখা উচিত নয় যে, এটি আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। এটি খুবই বস্তুনিষ্ঠ এক বার্তা ছিল আর আমি এর জন্য খলীফার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

আরেকজন অতিথি বলেন, আজকের বিশ্বে এমনসব শক্তি কাজ করছে যা মানুষের সাথে মানুষের দুরত্ব সৃষ্টি করতে চায়, সবাইকে একস্থানে সমবেত করার ক্ষেত্রে খলীফা পূর্ণ সফলতা পেয়েছেন কেননা, আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হই তখন আমাদের সামনে বিষয় স্পষ্ট হয় এবং আমরা শেখার সুযোগ পাই। ইরাক থেকে আগত একজন খ্রিষ্টান শরণার্থী সালাম সাহেব বলেন, আমি ইরাকে কখনো এমন কথা শুনিনি। সেখানে মানুষ ইমলামের সেই চিত্র তুলে ধরে না যা আপনাদের খলীফা বলেছেন। হায়! ইরাকের মানুষ যদি খলীফার কথা শুনত, তাহলে আজকে আমাদের এভাবে দেশান্তরিত হতে হতো না। সুইডিস লোকদের সামনে ভিখারী হিসেবে আমাদের দাঁড়াতে হত না। সুইডিস মানুষ মনে করে, আমি এখানে অধিকারের কথা বলতে এসেছি, এই অনুভূতি আমার জন্য সত্যিই কষ্টকর। ইরাকে আপনাদের খলীফার মত একজন মানুষও ব্যক্তিও নেই। খলীফা পরিষ্কার কথা বলেন এবং স্পষ্ট করে বলছেন, পৃথিবীতে কি হচ্ছে। আপনাদের জামাত সব মুসলমান ফির্কা থেকে মহান।

একজন অতিথি বলেন, খলীফা যে বার্তা দিয়েছেন সেটিই প্রকৃত বাণী যা সব ধর্ম সূচনাতে দিয়েছে। সব ধর্মের মৌলিক শিক্ষা এটিই। খলীফা ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছেন, তাঁর কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ধর্ম পৃথিবীর সমস্যার কারণ নয়, পৃথিবীতে যে সমস্যা আছে তা ধর্মের কারণে নয়, যদি মুসলমানদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকে সেটি ধর্ম সংক্রান্ত নয় বরং সংস্কৃতি সংক্রান্ত।

ডেনমার্কে ইলেকট্রনিক এবং প্রচার মাধ্যমে যে কভারেজ দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে জাতীয় একটি পত্রিকার নাম হলো 'খ্রিষ্টান ব্যালাডেড'। তারা হোটেলে যে অনুষ্ঠান হয়েছে তার সংবাদ প্রচার করেছে। এর পাঠক সংখ্যা ৫০ হাজার। আরেকটি রেডিওর নাম হলো 24। এর সাংবাদিক সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য মিশন হাউজে আসেন, পৌনে এক ঘন্টার সাক্ষাতকার রেকর্ড করে, আর ডেনিশ অনুবাদসহ হুবহু প্রচার করেছে। এই রেডিওর শ্রোতার সংখ্যা ২৫ থেকে ৪০ হাজার। টিআর টিভি সংবাদ কভারেজ দিয়েছে, এর শ্রোতার সংখ্যা ২ মিলিয়ন বা ২০ লক্ষ, অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সুবাদে প্রায় মোট ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী বা তবলীগ পৌঁছেছে।

অনুরূপভাবে সুইডেনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও ও টিভি চ্যানেল মোট ৬টি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে, জাতীয় পত্রিকায়ও সংবাদও প্রচার করেছে। মোটের ওপর সুইডেনে প্রায় ৮মিলিয়ন বা ৮০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত আমাদের পয়গাম বা বার্তা পৌঁছেছে।

অতএব, যেভাবে জামাতের বাণী প্রচারিত হচ্ছে, আর যেমনটি মানুষের মতামত বা মনোভাবের কথা আমি বর্ণনা করলাম, মোটের ওপর তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত এবং অবহিত হয়েছে। অর্থাৎ (তারা জানতে পেরেছে যে)প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হলো, খোদার অধিকার প্রদান আর একই সাথে শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী প্রচার করা এবং মানুষের অধিকার প্রদান নিশ্চিত করা। আর মানুষ একথাও জানতে পেরেছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেহেতু খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এ কারণেই তারা এই অধিকার প্রদান করছে। তাই

প্রত্যেক আহমদীর একথা বুঝা মৌলিক দায়িত্ব যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থেকেই সত্যিকার অর্থে এই অধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

সত্যিকার বা প্রকৃত খিলাফত শুধু নিজেদের ভয়কেই নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে না বরং অন্যদের ভয়কেও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে; আর এই মতামতই অন্যরার ব্যক্ত করেছেন, যারা সেখানে ভাবাবেগ বা মতামত প্রকাশ করেছেন তাদের কথার সারাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তাদের যে ভয় ছিল, আমাদের অনুষ্ঠানে এসে তা নিরাপত্তায় এবং শান্তিতে বদলে গেছে। খোদার যেহেতু প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাই ঐশী সমর্থনও এর সাথে রয়েছে অর্থাৎ ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অন্যের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। দু'একজনের দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরেছি, তারা কুরআন পড়ার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বাদ দিয়ে এই যুগে যদি কেউ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হবে, তারা কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, আর আমরা এটিই দেখি। সত্যিকার বা প্রকৃত খিলাফত অর্থাৎ ইসলামের প্রথম দিকে খিলাফতে রাশেদার যুগে হযরত উমরের যুগে কী হয়েছে? সিরিয়া এবং ইরাকে এমনভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে যে, রোমানরা যখন পুনরায় জবর দখলের চেষ্টা করে তখণ খ্রিষ্টানরা ক্রন্দনরত ছিল যে, মুসলমানরা যেন আবার ফিরে আসে, মুসলমানরা দ্বিতীয়বার ফিরে আসলে তারা আনন্দ উল্লাস করে। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? সিরিয়া এবং ইরাকে খিলাফতের নামে যেই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে প্রধানতঃ এটি ছিল অন্তঃসার শূন্য। প্রথম দিকে তাদের যেই শক্তি দেখা যেত, সেটি এখন হারিয়ে গেছে, তারা এখন শক্তিহীন। খিলাফতের নামে যেই কাজ আরম্ভ হয়েছিল, দু'তিন বছর বরং তারও কম সময়ের ভেতর এখন শুধু সংগঠন হিসেবে একটি নাম অবশিষ্ট আছে। যা স্বজনদেরও কোন নিরাপত্তা দিতে পারেনি আর বিজনদেরও কোন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে নি। সেখানে যারা গিয়েছে তাদের অধিকাংশ এমন বা অনেকেই এমন যারা ইসলাম এবং খিলাফতের নামে এক বিশেষ আন্তরিকতা নিয়ে গিয়েছে। এক আবেগ-উচ্ছাসের সাথে গিয়েছে। ইউরোপ থেকে তারা গিয়েছে কিন্তু অ-ইসলামীক কর্মকাণ্ড দেখে সেখানে তারা নিরাশও হয়েছে। তাদের অনেকেই এমন আছে যারা ফিরে আসতে চায় কিন্তু আসতে পারে না, আসা সম্ভব নয়, এটিও প্রচার মাধ্যমে আসছে। ভয়ের মাঝে তারা জীবন যাপন করছে। সকল রাস্তা তাদের জন্য অবরুদ্ধ। উগ্রতা এবং চরমপন্থার পরাকাষ্টা দেখুন! সম্প্রতি সংবাদ এসেছে যে, একজন ভদ্র মহিলার সন্তান ক্ষুধায় ছটফট করছিল, ঘর ছিল দূরে, মহিলা তখন এক নির্জন স্থানে গিয়ে গাছের আড়ালে নিজেকে আবৃত করে শিশুকে দুধ পান করানো আরম্ভ করে তখন নামধারী ইসলামের ঠিকাদার, ইসলামের হিফাযতকারীরা আসে আর সেই নামধারী খিলাফতের সিপাহীরা সেই মহিলার কোল থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যায় আর বলে, রাস্তায় বসে দুধ পান করাচ্ছো, অথচ তিনি নির্জনে নিভৃতে দুধ পান করাচ্ছিলেন, বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে তারা সেই মহিলাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এটি হলো সেই যুলুম এবং সেই বর্বরতা আর অন্যায় যা সেখানে অহরহ হচ্ছে । তারা এই বাহানায় তাকে হত্যা করে, তুমি অ-ইসলামী কাজ করছ। এরা তো স্বজনদের নিরাপত্তাই ছিনিয়ে নিয়েছে, যারা ভিন ধর্মের অনুসারী

তাদের আর কি নিরাপত্তা দিবে? অথচ আমি দৃষ্টান্ত দিলাম, হযরত উমরের যুগে খ্রিষ্টানরাও এ জন্য আনন্দিত ছিল যে, মুসলমানরা আমাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে, খ্রিষ্টানরা নয়। আজকে এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ চলছে এবং আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে। কিন্তু আহমদীয়া খিলাফতই আপন-পর সবার ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করছে, বিভিন্ন মানুষের মতামত এবং ভাবাবেগ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, খিলাফতে আহমদীয়ার সাথেই ঐশী সমর্থন রয়েছে আর এটি কখনও হ্রাস পায় না। আর আমি যেমনটি বলেছি, গত ১০৮ বছরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **যদি এটি কোন মানবীয় কাজ হতো তাহলে অনেক আগেই তা ধ্বংস হয়ে যেত।** সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফতের প্রতিশ্রুতি ঐশী প্রতিশ্রুতি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যাকে মানুষ নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে তা নিশ্চিহ্ন হয় নি। তারা যদি আজও চেষ্টা করে খোদার কৃপায় কখনও একে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। আর এই খিলাফত এবং এই ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চিরস্থায়ী ও চিরকাল থাকবে। যদি আমরা আমাদের উপায় উপকরণকে দেখি তাহলে আমরা ভাবতেও পারি না যে, এত বিশাল জনগোষ্ঠির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব হবে। কিন্তু আল্লাহ্র তকদীর যদি এ সিদ্ধান্ত করে যে, তিনি এই বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন তাহলে এই উন্নতিকে কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে? কোন জাগতিক শক্তি এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহ্র কাছে আমাদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা সব আহমদীকে বিশ্বস্ততার সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর আমরা যেন অচিরেই খোদার প্রতিশ্রুতি সমধিক মহিমার সাথে পূর্ণ হতে দেখি বা দেখতে পাই।

নামাযের পর আমি তিন তিন ব্যক্তির জানাযা পড়াব। একটি হাযের জানাযা আর দু'টি গায়েবানা জানাযা। হাযের জানাযা হলো, জনাব চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেবের, যিনি নানকানা নিবাসী মরহুম মাষ্টার গোলাম আহমদের পুত্র ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৩ মে, ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত উমর বিন বাঙ্গবী (রা.)-এর দৌহিত্র এবং মৌলভী করম এলাহী সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। দীর্ঘ দিন মন্ডি বাহাউদ্দিনে ছিলেন এরপর জার্মানী স্থানান্তরিত ন। কয়েক বছর থেকে ফযল মসজিদ হালকায় বসবাস করছিলেন। সারা জীবন বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মন্ডি বাহাউদ্দিনের সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তা'লীমুল কুরআন এবং ইমামুস্ সালাত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেখানেই ছিলেন শত শত ছেলে-মেয়েকে কুরআন পড়ানোর তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৮৭ সনের রমযানে কলেমা তাইয়্যেবার কেইসে আল্লাহ্র পথে বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। নেক, পুণ্যবান, কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, স্নেহশীল মানুষ ছিলেন, মুসী ছিলেন। পাঁচ কন্যা এবং দু'জন পুত্র সন্তান স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা শহীদ জনাব দাঊদ আহমদ সাহেবের। তার পিতার নাম হলো, হাজী গোলাম মহিউদ্দিন। করাচীতে বসবাস করতেন। গত ২৪শে মে ৬০ বছর বয়সে জামাতের

বিরোধিরা রাত ৯টার দিকে ঘরের বাহিরে তাকে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে দাঊদ সাহেব ঘরের বাহিরে কোন অ-আহমদী বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন, বন্ধু কিছুটা দূরেই ছিলেন ঠিক তখনই মটর সাইকেল আরোহী দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আসে, পিছনে যে ব্যক্তি বসেছিল সে মটর সাইকেল থেকে নেমে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে, এক অ-আহমদী সাহায্যের জন্য আসলে আততায়ীরা তার পায়ে গুলি করে এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে দাঊদ সাহেবের শরীরে ৩টি বুলেট বিদ্ধ হয় তা পেট এবং বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনে চতুষ্পার্শ্বের মানুষ অকুস্থলে সমবেত হয়, তারা দাঊদ সাহেবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর লিয়াকত হাসপাতালে তাকে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে ডাক্তাররা তার অপারেশন করে কিন্তু যেই বুলেট পেটে লেগেছে তা যকৃত এবং বড়-ছোট অন্ত্রকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, বক্ষে যে বুলেট লেগেছে তা থেকেও অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হয়। যার ফলশ্রুতিতে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি আর অপারেশন চলাকালেই তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার অ-আহমদী আহত বন্ধু এখন আল্লাহ্‌র ফযলে ভালো আছেন। শহীদ মরহুমের বংশে তার দাদা হযরত মৌলভী আলাদ্বীন সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে, যিনি শিয়ালকোটের চোভিন্ডা নিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। এরপর এই পরিবার রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সনে রাবওয়াতেই শহীদ মরহুমের জন্ম। তার পিতা নৌবাহীনিতে চাকরী করতেন। এরপর তারা করাচী স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি পড়ালেখা করেন, এক দুর্ঘটনায় জের হিসেবে তার হাতের বাহু কাটতে হয় কিন্তু এক বাহুর অভাব কখনও তার কাজে বাধ সাধতে পারে নি। বহু গুণের আধার ছিলেন, নম্র এবং কোমল স্বভাবের মানুষ, অত্রাঞ্চলের সর্বজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, ঈমানদার, নেক হৃদয় এবং ভদ্র মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ঘটনার পর তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান যখন অত্রাঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিল সবাই একথা বলছিল যে, এই ব্যক্তি কারো সাথে ঝগড়া করতে পারে না, ঝগড়া করা তো দূরের কথা বরং ইনিতো সবাইকে সাহায্য করতেন, অন্যের কাজে আসতেন, নেক মানুষ ছিলেন। জামাতী কাজে তিনি ছিলেন অগ্রগামী, তার ঘর ১৮ বছর ধরে নামাযের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আনসারুল্লাহ্ এবং অন্যান্য জামাতি পদে থেকে খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। তার এক পুত্র এখন জামেয়া আহমদীয়ার ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। তার দুই ছেলে বাহিরে কাজ করছেন, দেশের বাহিরে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্য এবং নেককর্ম জারী রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় জানাযা জনাব মোহাম্মদ আজম আকসীর সাহেবের, যিনি ২৫মে ২০১৬ সনের প্রভাতে রাবওয়ায় ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব, জামাতে আহমদীয়া ভেরার সাবেক আমীরের ঘরে ১৯৪২ সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশে আহমদীয়াত তার দাদা মুন্সি মোহাম্মদ রমযান সাহেবের মাধ্যমে আসে, যিনি ১৯০৯ সনে বয়আত করেছেন। তিনি হযরত মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাঈল

সাহেব লায়লপুরীর দৌহিত্র এবং মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ জলীল সাহেবের ভাগ্নে ছিলেন। তার পিতা মৌলভী মোহাম্মদ আশরাফ সাহেবও ওয়াক্ফে জাদীদের মোয়াল্লেম হিসেবে কাজ করেছেন। তার মৌলিক শিক্ষা ছিল মাধ্যমিক, এরপর জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬১ সনে জীবন উৎসর্গ করেন এবং জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৯ সনে শাহেদ পাশ করেন। এরপর উচ্চমাধ্যমিক এবং মৌলভী ফাযেলও পাশ করেন। এরপর নাযারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ সহ বিভিন্ন স্থানে তিনি নিযুক্ত হন, ওকালত তবশীরেও তিনি কাজ করেছেন, নাযারতে তালীমুল কুরআনে কাজ করেছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে মুরুব্বী হিসেবে কাজ করেছেন, ইসলাহ্ ইরশাদ মোকামীতে ৯০ থেকে ৯৮, তসনীফে কাজ করেছেন, উকালতে দেওয়ানে কাজ করেছেন ৯৯ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত। এরপর ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত উকালতে ইশাআতে মাসিক তাহরীকে জাদীদেও সম্পাদক ছিলেন। ২০০৮ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুতাখাস্‌সেসীনদের নিগরান হিসেবে কাজ করেছেন, জামেয়ার ছাত্ররা যারা স্পেশালাইয করেন তাদের নিগরান এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই সফল একজন মুরুব্বী, দাঈইলাল্লাহ্ এবং তার্কিক ছিলেন তিনি। বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও লিখেছেন, আনসারুল্লাহ্‌তেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে, খুবই দোয়াগো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার উত্তরাধীকারীদের মাঝে স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং একজন পুত্র রেখে গেছেন। ছেলে এখানেই আছেন, তিনি পিতার জানাযায় অংশ গ্রহেণের জন্য যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান-সন্তুতি এবং স্ত্রীকে ধৈর্য দিন, মনোবল দিন, পিতার পুণ্য বা নেককর্মকে জারী রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।